প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

A Computer Jagat Initiative

UK-BANGLADESH e-COMMERCE FAIR 2013

Business at your click

বড় সাফল্য নিয়ে লন্ডনে শেষ হলো ই-বাণিজ্য মেলা

তুহিন মাহমুদ ও মেহ্‌দী হাসান পার্থ

'ক্লিকেই বাণিজ্য' স্লোগানকে সামনে রেখে গত ৭ সেপ্টেম্বর থেকে যুক্তরাজ্যের সেন্ট্রাল লন্ডনে অনুষ্ঠিত হলো তিন দিনের 'যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ ই-বাণিজ্য মেলা। বাংলাদেশী আয়োজকদের আয়োজনে দেশের বাইরে এটিই প্রথম ই-বাণিজ্য মেলা। লন্ডনের দ্য মিলেনিয়াম গ্লুচেস্টার হোটেলে আয়োজিত এ মেলার আয়োজক ছিল বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশন ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক ম্যাগাজিন কমপিউটার জগৎ। মেলার স্পন্সর হিসেবে ছিল রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি), টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড ও টিম ইঞ্জিন লিমিটেড।

কেনো এই আয়োজন

বাংলাদেশে ই-বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে কমপিউটার জগৎ আইসিটি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় চলতি বছরের প্রথম দিকে দেশের ভেতরে-বাইরে ধারাবাহিকভাবে ই-বাণিজ্য মেলা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়। ইতোমধ্যে ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রামে ই-বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যার ধারাবাহিকতায় দেশের বাইরে লন্ডনে অনুষ্ঠিত হলো ই-বাণিজ্য মেলা। এ বিষয়ে কমজগৎ টেকনোলজিসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল জানান, এটি নিছক একটি ই-বাণিজ্য মেলা নয়। এটি লন্ডনে ডিজিটাল বাংলাদেশেরই আংশিক উপস্থাপন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য সম্পর্কে প্রবাসী বাংলাদেশীরা যেমনি করে জানার সুযোগ পান, তেমনি মেলায় অংশ নেয়া প্রতিষ্ঠানও তাদের পণ্য এবং সেবা বৃহত্তর পরিবেশে প্রদর্শন ও প্রচারের সুযোগ পায়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

৭ সেপ্টেম্বর শনিবার স্থানীয় সময় বেলা ১১টায় প্রধান অতিথি হিসেবে মেলার উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনি। তিনি বলেন, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করছি। আমাদের স্বপ্ন একুশ শতকের বাংলাদেশ হবে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক স্বপ্নময় ডিজিটাল বাংলাদেশ। আর সে স্বপ্নকে ধারণ করেই বর্তমান সরকার চায় ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিতে। দেশকে এগিয়ে নিতে বিশ্বের যেখানেই বাংলাদেশী রয়েছেন, সেখানেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ই-বাণিজ্য মেলার আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আপনাদের এ প্রচেষ্টা সফল এবং সার্থক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: নজরুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপের সহ-সভাপতি লর্ড শেখ, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য কেইথ ভাজ। উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মুকিম আহমেদ ও বাংলাদেশ ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নূর-উর রহমান খন্দকার পাশা। অনুষ্ঠানের সভাপতি মো: নজরুল ইসলাম খান বলেন, বাংলাদেশের ই-বাণিজ্যকে সম্প্রসারণ করতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। লন্ডনের পর যুক্তরাষ্ট্রে এ মেলার আয়োজন করা হবে। পর্যায়ক্রমে প্রবাসী বাংলাদেশীরা রয়েছেন, এমন কমিউনিটিগুলোতে ই-বাণিজ্য মেলার আয়োজন করা হবে।

ব্রিটেনে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মোহাম্মদ মিজারুল কায়েসের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে মেলা আয়োজন সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন মেলার আয়োজক তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক ম্যাগাজিন কমপিউটার জগৎ-এর কারিপরি সম্পাদক ও কমজগৎ টেকনোলজিসের প্রধান নির্বাহী মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল।

মেলার প্রথম দিন দুপুর ২টায় জাতীয় মহিলা সংস্থার আয়োজনে 'এমপাওয়ারিং ওমেন থ্রু ই-সার্ভিসেস টু বিল্ড ডিজিটাল বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান অধ্যাপক মমতাজ বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ▶

যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ ই-বাণিজ্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিদের মাঝে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মণি

যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ ই-বাণিজ্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিদের একাংশে

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনি জাতীয় মহিলা সংস্থার আয়োজনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন

মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব বিকাশ কিশোর দাস এবং তথ্যআপার প্রজেক্ট ডিরেক্টর মীনা পারভীন। প্রধান অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনি। অন্য বক্তা হিসেবে ছিলেন এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট আদিবা আঞ্জুম মিতা।

মেলার দ্বিতীয় দিন

রোববার মেলার দ্বিতীয় দিনে দর্শনার্থীদের উপস্থিতি ছিল প্রচুর। তারা মেলায় অংশ নেয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন ই-সেবা ও পণ্য কেনাকেনা সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। কীভাবে লন্ডনে থেকেও বাংলাদেশে স্বজনদের কাছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসসহ উপহার পাঠানো যাবে, তা জানতে দর্শনার্থীদের আগ্রহ ছিল বেশি। মেলার অংশ হিসেবে এদিন স্থানীয় সময় বেলা ১১টায় (বাংলাদেশ সময় বিকেল ৪টা) রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) আয়োজনে 'অ্যাবিলিটি অব বাংলাদেশ টু অপারেট এক্সপোর্ট বিজনেস ইউটিলাইজিং ই-কমার্স' শীর্ষক সেমিনার আয়োজিত হয়। সেমিনারটি স্পন্সরে ছিল রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এবং টিম ইন্ডিন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (রফতানি) রুহুল আমিন সরকারের সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কলসেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিংয়ের (বাক্য) সভাপতি আহমাদুল হক। বক্তব্য রাখেন মেডিকেয়ার ইন্টারন্যাশনালের প্রধান নির্বাহী ফোরকান হোসেন। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সেমিনারে বক্তব্য রাখেন টিম ইন্ডিন লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক সামিরা জুবেরি হিমিকা।

এছাড়া দুপুর ১২টায় আইসিটি মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে 'ই-কমার্স ইন বাংলাদেশ : কারেন্ট ট্রেন্ড অ্যান্ড ওয়ে ফরোয়ার্ড' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। আইসিটি সচিব মোঃ নজরুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেসের (বেসিস) সেক্রেটারি জেনারেল রাসেল টি আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ডেইলি স্টারের প্রকাশক ও সম্পাদক মাহফুজ আনাম। অতিথি বক্তা হিসেবে ছিলেন ব্রিটিশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি অ্যান্ড ই-কমার্সের প্রধান নির্বাহী প্রফেসর মুহাম্মদ ফার্মার।

দুপুর ২টায় বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়োজনে 'ইমার্জিং ব্যাংকিং সার্ভিস ওপেনিং দ্য হরিজন অব ই-কমার্স ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সিনিয়র সিস্টেম অ্যানালিস্ট (ডিজিএম) মোঃ অহিদুল ইসলাম সরকারের সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল বক্তব্য পাঠ করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেম বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার হুমায়ুন কবির। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সিমার্ক গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং এনআরবি ব্যাংক বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ইকবাল আহমেদ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেম কনসালট্যান্ট জন সি. রুসেল, বিকাশের হেড অব ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট মোবাশ্বেরুর রহমান। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ওয়েসিস টেকনোলজি ইউকের লিড আর্কিটেক্ট গোলাম রাব্বানী।

আইসিটি মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে 'ই-কমার্স ইন বাংলাদেশ : কারেন্ট ট্রেন্ড অ্যান্ড ওয়ে ফরোয়ার্ড' শীর্ষক সেমিনারে অতিথিদের একাংশ

সমাপনী অনুষ্ঠান

সোমবার তিন দিনের এ মেলার সমাপনী দিনেও দর্শনার্থীদের উপস্থিতি ছিল অনেক। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, বাংলাদেশে ১৯৯৩ সালে ই-বাণিজ্যের সূচনা হয়। তবে নানা

বাংলাদেশ ব্যাংক আয়োজিত সেমিনারে অতিথিদের একাংশ

ইপিবি আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন বাক্য সভাপতি আহমাদুল হক

কারণে এ দীর্ঘ সময়েও আমরা ই-বাণিজ্যে সফল হতে পারিনি। তবে এখন সময় পাল্টে গেছে। আমরা থ্রিজি চালু করেছি। পেমেন্ট সমস্যার সমাধানে 'বিকাশ'সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। দেশে ৪ কোটিরও বেশি জনগণ ইন্টারনেট ব্যবহার করে। এর মধ্যে বেশিরভাগই তরুণ-তরুণী। এদের মাধ্যমেই দেশ প্রযুক্তিক্ষেত্রে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। তথ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ই-বাণিজ্য সম্প্রসারণে ও এ ক্ষেত্রে যাতে কোনো অনিয়ম না হয় সে কারণে আমরা আইন তৈরি করব। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রকে আরও কীভাবে এগিয়ে নেয়া যায় সে বিষয়ে সরকার সার্বক্ষণিকভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। আর এ অগ্রযাত্রায় সবাইকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ ই-বাণিজ্য মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে অতিথিদের মাঝে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কামাল উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন নাইজেরিয়ার পার্লামেন্ট সদস্য অস্টিন ওগবাবুরহন ও কমনওয়েলথ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রিতা পাইন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন লন্ডনে বাংলাদেশের হাইকমিশনার মোহাম্মদ মিজারুল কায়েস। এছাড়া বক্তব্য রাখেন মেলার সহ-আয়োজক কমপিউটার জগৎ-এর কারিগরি সম্পাদক ও কমজগৎ টেকনোলজিসের প্রধান নির্বাহী মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল এবং ট্রেড কমার্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর শরিফা খান। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন আইসিটি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: নজরুল ইসলাম খান।

মেলার বিশেষ অর্জন

মেলার অনেক অর্জন থাকলেও বিশেষ অর্জন ছিল স্পেস মাল্টিমিডিয়া টেলিকম এবং আইহেলথনেটের মধ্যে ১.২ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি স্বাক্ষর। মেলায় অংশ নেয়া আইহেলথনেট তাদের স্টলে অনেক দর্শনার্থী পায়। এর মধ্যে নাইজেরিয়ার স্পেস মাল্টিমিডিয়া টেলিকমের প্রধান নির্বাহী অস্টিন ওগবাবুরহন ছিলেন। তিনি আইহেলথনেটের সুচবিহীন ইনজেকশন প্রযুক্তি ও টেলিমেডিসিন হেলথকার্ট দেখে মুগ্ধ হন। তিনি এ পণ্যগুলো বিপণনের আগ্রহ প্রকাশ করেন। যারই ধারাবাহিকতায় মেলার সমাপনী দিনে স্পেস মাল্টিমিডিয়া টেলিকম এবং আইহেলথনেটের মধ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। স্পেস মাল্টিমিডিয়া টেলিকমের প্রধান নির্বাহী অস্টিন ওগবাবুরহন এবং আইহেলথনেটের প্রধান নির্বাহী তৌফিক হাসান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তি অনুযায়ী স্পেস মাল্টিমিডিয়া টেলিকম বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান আইহেলথনেটের নিডল-ফ্রি ডিভাইস ও সেবিকা হেলথকার্ট নাইজেরিয়াসহ পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে বিপণন করবে। অস্টিন ওগবাবুরহন বলেন, আমরা আইহেলথনেটের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পেরে আনন্দিত। আমরা সুচবিহীন ডিভাইস ও সেবিকা হেলথকার্ট বিপণনে কাজ করব।

মেলার পেছনে যারা

বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য থেকে ৩২টি ই-বাণিজ্য সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্য ও সেবা মেলায় প্রদর্শন করে। এর মধ্যে ছিল ১৯টি বাংলাদেশের ▸

মো: নজরুল ইসলাম খান

সচিব
বাংলাদেশ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশে ই-বাণিজ্য নিয়ে কাজ করার সময় আমরা দেখেছিলাম যে ভারতের ই-বাণিজ্য ৩০ শতাংশ, পাকিস্তানে ২৮ শতাংশ এবং চীনে ১২০ শতাংশ বেড়েছে। এটা দেখার পর আমরা বাংলাদেশের ভেতরে ই-বাণিজ্য বিস্তারে কি কি সমস্যা রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করি। আমরা দেখলাম ই-বাণিজ্যের বিস্তারের জন্য যেসব প্রয়োজনীয় অবকাঠামো দরকার, সেগুলো হয়ে গেছে। যেমন– পেমেন্ট গেটওয়ে। এরপর আমরা তিনটি বিভাগীয় শহর ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রামে ই-বাণিজ্য মেলা করি। সিলেটে ই-বাণিজ্য মেলা করার সময় যে জিনিসটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে সিলেটের প্রায় পাঁচ লাখ লোক লন্ডনে বসবাস করে। তাই আমরা যদি লন্ডনে একটি ই-বাণিজ্য মেলা করতে পারি, তাহলে বাংলাদেশের ই-বাণিজ্যের বিশাল প্রচার ও প্রসার ঘটবে। এ উদ্দেশ্য থেকেই আমরা লন্ডনে যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ ই-বাণিজ্য মেলা করেছি। এ মেলাতে প্রচুর আগ্রহী দর্শনার্থীদের সমাগম ঘটে। এতে করে বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য ইন্ডাস্ট্রির ব্র্যান্ডিং ও হয়েছে। বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর বয়স খুব বেশি না এবং ই-বাণিজ্য উদ্যোক্তারাও অনেকে তরুণ। এ মেলাতে অংশ নিয়ে তাদের মধ্যে একটি আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠেছে।

লন্ডনের মেলাতে আইহেলথনেট নাইজেরিয়ার স্পেস মাল্টিমিডিয়া টেলিকমের মধ্যে ১.২ মিলিয়ন ডলারের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ মেলার ফলে বিদেশে অনেকেই জানতে পারে বাংলাদেশে ই-বাণিজ্য শুরু হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে আমরা নিউইয়র্ক, কলকাতা, জেদ্দা অথবা দুবাইয়ে আরও বড় আকারে ই-বাণিজ্য মেলার আয়োজন করব। তবে এখন আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য বিস্তারের প্রধান বাধা কি কি সেগুলো চিহ্নিত করা এবং দূর করা। আমরা প্রতিটি ইউনিয়ন, জেলা ও উপজেলায় ভার্চুয়াল ই-শপ করব। এসব ভার্চুয়াল ই-শপে প্রতিটি জেলার কি কি পণ্য ও সেবা পাওয়া যায় সেগুলো তুলে ধরা হবে এবং এ ভার্চুয়াল ই-শপ থেকে পৃথিবীর সবাই সেসব পণ্য এবং সেবা কিনতে পারবে। এ প্রজেক্টের কাজ খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে।

ও ১৩টি যুক্তরাজ্যের। মেলার সাপোর্ট পার্টনার হিসেবে ছিল বাংলাদেশ ব্যাংক, রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) ও এফবিসিসিআই। পার্টনার হিসেবে ছিল টিম ইঞ্জিন, অপটিমাম সল্যুশন অ্যান্ড সার্ভিসেস, বাংলানিউজ২৪, সামহয়্যার ইন ব্লগ, বাংলাদেশ ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশন যুক্তরাজ্য, ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স, চ্যানেল আই, রিভ সিস্টেমস, ওয়ালেটো ও ই-সুফিয়ানা।

অংশ নেয়া প্রতিষ্ঠান

মেলায় বাংলাদেশ ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, ব্র্যাক ব্যাংক, জাতীয় মহিলা সংস্থা, টেলিটক, কমপিউটার জগৎ, রিভ সিস্টেমস, ই-সুফিয়ানা, বিবাহবিডি ডটকম, এসএসবিসিএল ফ্যাশন ওয়ার্ল্ড, মেডিকেয়ার ইন্টারন্যাশনাল, উপহার ডটকম, ইউর ট্রিপ মেট লিমিটেড, নিলাস হোম, ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ, অ্যাপস লিডার লিমিটেড অ্যান্ড এমসিসি লিমিটেড, বাক্য, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, ক্লিফটনস আর্টস অ্যান্ড ইভেন্টস, ডিল লোডার, এক্সেলসিয়র সিলেট, আইহেলথনেট, জেএমজি কার্গো অ্যান্ড ট্রাভেল লিমিটেড, সোনার বাংলা ট্রাভেলস লিমিটেড, মাইক্রোটাইমস লিমিটেড, ওয়ানস্টপ সল্যুশনস ইউকে লিমিটেড, গিগাবাইট, টেকওয়ার্ল্ড, অর্পণ কমিউনিকেশন লি:, নকশী করপোরেশন, ভিশন ট্যুরিজম, পল্লী মহিলা সংস্থা তাদের স্টলে নিজ নিজ পণ্য ও সে বা প্রদর্শন করে।

যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ ই-বাণিজ্য মেলা একটি সাফল্যগাথা

বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য সেক্টরের জন্য যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ ই-বাণিজ্য মেলা একটি বিশাল অর্জন। এটিই ছিল বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক ই-বাণিজ্য মেলা। বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ হাইকমিশন লন্ডন এবং কমপিউটার জগৎ যুক্তরাজ্যের গ্লুচেস্টার মিলেনিয়াম হোটেলে তিন দিনের এ মেলার আয়োজন করে।

* মাত্র চার মাসের মধ্যে যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ ই-বাণিজ্য মেলার আয়োজন করা হয়। এত অল্প সময়ের মধ্যে এ ধরনের একটি আন্তর্জাতিক মেলার আয়োজন ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ, কিন্তু আয়োজকেরা সাফল্যের সাথে এই মেলার আয়োজন করেছে।

মেলাতে আইহেলথনেট ও নাইজেরিয়ার স্পেস মাল্টিমিডিয়া টেলিকমের মধ্যে ১.২ মিলিয়ন ডলারের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়

মো: হুমায়ুন কবির

জেনারেল ম্যানেজার
পেমেন্ট সিস্টেম ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশে ই-বাণিজ্য এসেছে বেশিদিন হয়নি। কিন্তু এ অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশে ই-বাণিজ্য অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ১০ বছর আগে বাংলাদেশে মাত্র ১০-১৫টি এটিএম মেশিন ছিল এবং ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডধারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ২০ হাজার। কিন্তু বর্তমানে ৩ হাজার ৫০০ এটিএম, ৭ হাজার পিওএস মেশিন এবং ২৫ লাখেরও বেশি প্লাস্টিক কার্ডধারী রয়েছে। বাংলাদেশের মতো একটি ছোট দেশের জন্য এটি সত্যি বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ই-বাণিজ্যের এ উর্ধ্বমুখী জনপ্রিয়তাকে মাথায় রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন ডিজিটালাইজেশন প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে। যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ ই-বাণিজ্য মেলা বাংলাদেশের ই-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এ মেলা আয়োজনের ফলে বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলো লন্ডনের প্রবাসী বাংলাদেশী তথা ইউরোপের নাগরিকদের মধ্যে পরিচিত হয়ে উঠবে।

* দেশী-বিদেশী মিডিয়াতে যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ ই-বাণিজ্য মেলা নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। বাংলাদেশের সব প্রথমসারির পত্রিকাতে এ মেলার খবর প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন জনপ্রিয় পত্রিকায় এ মেলার খবর প্রকাশিত হয়েছে।
* বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি), এসএটিভি, এনটিভি, চ্যানেল আই এবং এনটিভি ইউরোপে যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ ই-বাণিজ্য মেলা নিয়ে টক শো আয়োজিত হয়েছে।
* টিভি চ্যানেলগুলোতে মেলার প্রচারের জন্যে ২৫ সেকেন্ডের একটি বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ করা হয়। যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের বিভিন্ন চ্যানেলে নিয়মিতভাবে যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ ই-বাণিজ্য মেলার এই বিজ্ঞাপনচিত্র প্রদর্শিত হয়।
* বাংলাদেশ ও লন্ডনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা এ মেলায় উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

-ডা. দীপু মনি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, হাসানুল হক ইনু, তথ্যমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, কেইথ ভাজ, মেম্বার অব পার্লামেন্ট ইউকে, হাউস অব কমন্স, লর্ড শেখ, সহ-সভাপতি, অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ, বাংলাদেশ ▸

অধ্যাপক মমতাজ বেগম
চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক হচ্ছে নারী এবং বিভিন্ন বাধা স্বত্ত্বেও আমাদের দেশের শহরে ও গ্রামেগঞ্জে মেয়েরা কাজ করে যাচ্ছে। আইসিটির মাধ্যমে বাংলাদেশের নারীদের স্বনির্ভর করে তোলা সম্ভব। বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে। জাতীয় মহিলা সংস্থা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় মহিলাদের বিনামূল্যে কমপিউটার প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। এ পর্যন্ত আমরা ২০ হাজার মহিলাকে বিনামূল্যে কমপিউটার প্রশিক্ষণ দিয়েছি। এছাড়া তথ্যআপা প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা গ্রামের মহিলাদের আইসিটি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে কাজ করে যাচ্ছি। বর্তমানে ১০টি উপজেলা তথ্য সেবাকেন্দ্রে মহিলাদের বিভিন্ন সেবা দেয়া হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে মহিলারা বাংলাদেশ ই-বাণিজ্যের মাধ্যমে তাদের পণ্য বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করতে পারবে। এ বিবেচনায় যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ ই-বাণিজ্য মেলা খুবই ইতিবাচক একটি পদক্ষেপ। আমি আশা করছি তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ভবিষ্যতে বিদেশের মাটিতে এ ধরনের আরও মেলার আয়োজন করবে।

হাউস অব লর্ডস, মোহাম্মদ মিজারুল কায়েস, হাইকমিশনার, বাংলাদেশ হাইকমিশন লন্ডন, অধ্যাপক মমতাজ বেগম, চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা, বিকাশ কিশোর দাস, যুগ্ম সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মীনা পারভীন, প্রজেক্ট ডিরেক্টর, তথ্যআপা, রিতা পাইন, চেয়ারপার্সন, কমনওয়েলথ জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন, মাহফুজ আনাম, সম্পাদক ও প্রকাশক, ডেইলি স্টার, ইকবাল আহমেদ, চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী, সিমার্ক গ্রুপ এবং চেয়ারম্যান, এনআরবি ব্যাংক বাংলাদেশ, মোবাশ্বেরুল রহমান, হেড অব ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট, বিকাশ, প্রফেসর মুহাম্মদ ফারমার, প্রধান নির্বাহী, ব্রিটিশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি অ্যান্ড ই-কমার্স, জন সি রাসেল, পেমেন্ট সিস্টেম কনসালট্যান্ট, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক।

* দেশী-বিদেশী মিডিয়াতে ব্যাপক প্রচার এবং বিখ্যাত ব্যক্তিদের উপস্থিতির ফলে বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য সেক্টর সম্পর্কে যুক্তরাজ্যের প্রবাসী বাংলাদেশী এবং লন্ডনের নাগরিকদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হয়।
* বাংলাদেশ থেকে ১৯টি ও যুক্তরাজ্য থেকে ১৩টি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এ মেলায় অংশ নেয়। উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হলো :
* মোবাইল অপারেটর : টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ।
* ই-বাণিজ্য : ই-সুফিয়ানা, উপহার ডটকম ও বিবাহবিডি ডটকম।
* মেডিকেল : মেডিকেয়ার ইন্টারন্যাশনাল।
* এয়ারলাইন্স : বিমান বাংলাদেশ, জেএমজি কার্গো অ্যান্ড ট্রাভেল লিমিটেড এবং ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ।
* ফ্যাশন হাউস : এসএসবিসিএল ফ্যাশন ওয়ার্ল্ড।
* অন্যান্য প্রতিষ্ঠান : রিভ সিস্টেমস, অর্পণ কমিউনিকেশন লিঃ, নকশী কর্পোরেশন।
* বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন ব্যাংকও এই মেলাতে তাদের ইন্টারনেট সেবাগুলো দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরে। এটি প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে বিশাল ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক লিঃ, ব্র্যাক ব্যাংক এই মেলাতে অংশগ্রহণ করে।
* বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান এই মেলাতে অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো, জাতীয় মহিলা সংস্থা, তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল, বাংলাদেশ হাইকমিশন লন্ডন, এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। কোনো মেলাতে এতগুলো সরকারি প্রতিষ্ঠান এক সাথে অংশগ্রহণ করেনি। এই মেলাতে অংশগ্রহণের ফলে এসব প্রতিষ্ঠানও এখন ই-বাণিজ্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছে।
* মেলাতে নাইজেরিয়ার স্পেস মাস্টিমিডিয়া টেলিকম এবং আইহেলথনেটের মধ্যে ১.২ মিলিয়ন ডলারের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী স্পেস মাস্টিমিডিয়া টেলিকম নাইজেরিয়া এবং তার আশপাশের অঞ্চলে আইহেলথনেটের সুচবিহীন ইঞ্জেকশন এবং সেবিকা টেলিমেড কার্ড ▶

রায়হান হোসেন
প্রধান (বিক্রয় ও বিপণন)
রিভ সিস্টেমস

যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ ই-বাণিজ্য মেলা নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। আমরা সরকারের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। দেশের বাইরে মেলা করা খুবই চ্যালেঞ্জিং একটি ব্যাপার। এই প্রথমবারের মতো রিভ সিস্টেমস ই-বাণিজ্য মেলায় অংশ নেয় এবং আমরা খুবই আনন্দিত। ই-বাণিজ্য বাংলাদেশে শুরু হয়েছে বেশিদিন হয়নি। কিন্তু এ অল্প সময়ের মধ্যে এটি বিশাল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে ই-বাণিজ্য সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে ই-বাণিজ্য মেলা আয়োজিত হয়েছে। এসব মেলা আয়োজনের ফলে দেশের মানুষের মধ্যে ই-বাণিজ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। দেশের বাইরে অনেক প্রবাসী বাংলাদেশী বসবাস করেন, যারা বাংলাদেশের পণ্য ব্যবহার করে থাকেন। আমরা আশা করব, ভবিষ্যতে এ ধরনের আরও মেলার যেনো আয়োজন করা হয়। তবে এসব মেলার আয়োজনের ক্ষেত্রে মেলার প্রচারের ওপর আরও জোর দিতে হবে, যাতে বেশি দর্শক সমাগম হয়।

মোঃ মুজিবুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

বাংলাদেশ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ হাইকমিশন লন্ডন এবং কমপিউটার জগৎ আয়োজিত যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ ই-বাণিজ্য মেলা একটি অত্যন্ত সময়োপযোগী পদক্ষেপ। এ মেলাতে আমরা আমাদের থ্রিজি নেটওয়ার্ক সেবাগুলো তুলে ধরেছি। বর্তমানে আমরা সারাদেশে থ্রিজি সেবা ছড়িয়ে দিচ্ছি। বাংলাদেশের সব বিভাগীয় শহর ছাড়াও দেশের ১১টি জেলায় থ্রিজি সেবা পৌঁছে দিয়েছি। বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ যাতে এটি সুলভ মূল্যে ব্যবহার করতে পারে সেজন্য আমরা একটি ইয়ুথ প্যাকেজ ছেড়েছি। এছাড়া মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য আমরা আরেকটি প্যাকেজ বাজারে ছাড়তে যাচ্ছি। যেসব ছাত্রছাত্রী জিপিএ-৫ পেয়েছে তাদের জন্য এ প্যাকেজ। এ প্যাকেজের আওতায় ব্যবহারকারীরা অনেক কম খরচে ডাটা ও ভয়েস কল করতে পারবেন। এর ফলে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা থ্রিজি ব্যবহার করবে এবং দেশ উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে।

মীর শাহেদ আলী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ই-সুবিধানা

যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ ই-বাণিজ্য মেলা সরকারের পক্ষ থেকে খুবই ভালো একটি উদ্যোগ। এর আগে দেশের মধ্যে যে তিনটি মেলা হয়েছিল তার মধ্যে দুটিতে আমরা অংশ নিয়েছি এবং সিলেট ই-বাণিজ্য মেলাতে আমরা গোল্ড স্পন্সর ছিলাম। দেশের বাইরে আমাদের ই-বাণিজ্য সেক্টরের প্রসারের জন্য এ ধরনের মেলা প্রয়োজন। মেলা উপলক্ষে আমরা লন্ডন প্রবাসীদের জন্য ফ্রি ডেলিভারির বিশেষ অফার দিয়েছিলাম। কোনো প্রবাসী বাংলাদেশী আমাদের সাইটে পণ্য অর্ডার দিলে আমরা ফ্রির মাধ্যমে তা বাংলাদেশে ডেলিভারি দেব। মেলার তিন দিনের জন্য এ অফারটি ছাড়া হয়েছিল।

যেহেতু এটি প্রথম আন্তর্জাতিক ই-বাণিজ্যমেলা, তাই কিছু দুর্বলতা ছিল। আমি আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে এ দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে আরও ভালো মেলার আয়োজন করা হবে। ভবিষ্যতে দেশের বাইরে এ ধরনের মেলা আয়োজনের ক্ষেত্রে আয়োজকদের প্রতি আমার যে পরামর্শটি থাকবে তা হচ্ছে বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য ইন্ডাস্ট্রির সাথে যারা সরাসরি জড়িত তাদের নিয়ে যেনো আলাদা একটি কমিটি গঠন করা হয়। এতে করে ই-বাণিজ্য মেলা আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে ব্যবসায়ীদের মধ্যে এবং একই সাথে বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য বিস্তারে কি কি সমস্যা এবং ই-উদ্যোক্তারা কি কি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, সেগুলো সম্পর্কে তারা সহজেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে পারবেন।

বিপণন করবে।

- মেলাতে চারটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারগুলোতে বাংলাদেশের ই-বাণিজ্যের বিভিন্ন দিক দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হয়। সেমিনারগুলো হলো :
  - *Empowering women through e-Services to build Digital Bangladesh.
  - *Ability of Bangladesh to operate export business utilizing e-Commerce.
  - *e-Commerce in Bangladesh: current trend and way forward.
  - *Emerging banking services opening the horizon of e-Commerce in Bangladesh.

মেলা আয়োজনের চ্যালেঞ্জগুলো

আগেই বলা হয়েছে যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ ই-বাণিজ্য মেলা বাংলাদেশের ই-বাণিজ্যের ওপরে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক ই-বাণিজ্য মেলা। এই মেলা আয়োজন করতে গিয়ে আয়োজকদের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়।

প্রথমত এই মেলাটি বাংলাদেশের বাইরে আয়োজিত হয়। দেশের বাইরে এরকম একটি মেলা প্রথমবারের মতো আয়োজন করাই ছিল অনেক বড় চ্যালেঞ্জ।

গ্রুচেস্টার মিলেনিয়াম হোটেল মেলার যে ভেন্যু হিসেবে নির্বাচিত হয় সেটি কেন্দ্রীয় লন্ডনে অবস্থিত ছিল। আয়োজকেরা এটি নির্বাচন করার কারণ এখানে প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাশাপাশি ইউরোপের নাগরিকদেরও আকর্ষণ করা। কিন্তু এই ভেন্যুটি ছিল বেশ ব্যয়বহুল। এর ফলে মেলার জন্য যে বাজেট ধরা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি খরচ হয়।

বাংলাদেশের বেশিরভাগ ই-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের বয়স এক বছরের কম। ২০০৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক অনলাইনে অর্থ লেনদেনের অনুমতি দেয়। এরপর থেকে বাংলাদেশে ই-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। এর ফলে যেসব প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশগ্রহণের জন্যে ভিসার আবেদন করে তাদের অনেককে ভিসা দেয়া হয়নি।

মেলা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আয়োজকেরা সফলভাবে যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ ই-বাণিজ্য মেলার আয়োজন করে এবং প্রচুর দর্শনার্থীদের সমাগম ঘটে। অনেক বাংলাদেশী ই-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এই মেলাতে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করে। অনেক ই-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান মেলাতে তাদের পণ্য এবং সেবা প্রদর্শন করে এবং দর্শনার্থীদের কাছে থেকে ভালো সাড়া পায়।

লন্ডন বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য খুবই প্রতিশ্রুতিশীল একটি বাজার এবং এই মেলা আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রবাসীদের মধ্যে ই-বাণিজ্য সম্পর্কে সচেতনতা

যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ ই-বাণিজ্য মেলার আয়োজকদের একাংশে

সামিরা জুবেরী হিমিকা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা
টিম ইন্ডিজ

বাংলাদেশে ই-বাণিজ্য খুবই অল্প সময়ের মধ্যে বিশাল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এ থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশেই ই-বাণিজ্য সেক্টরের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ ই-বাণিজ্য মেলা দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক ই-বাণিজ্য মেলা। এটি নিঃসন্দেহে খুবই ভালো একটি উদ্যোগ। টিম ইন্ডিজ চায় বাংলাদেশে বিভিন্ন সেক্টরে উদ্যোক্তা গড়ে তুলতে। এ বিবেচনায় ই-বাণিজ্য খুবই সম্ভাবনাময় একটি সেক্টর। কিন্তু যে জিনিসটি সবচেয়ে দরকারী তা হচ্ছে বাংলাদেশে ই-বাণিজ্যকে জনপ্রিয় করে তোলা। তাই ই-বাণিজ্য মেলার আয়োজন খুবই সময়োপযোগী একটি পদক্ষেপ।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী বাংলাদেশীরা আছেন এবং এদের অনেকেই বাংলাদেশের পণ্য ব্যবহার করে থাকেন। এ প্রবাসী বাংলাদেশীরা ই-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য খুবই সম্ভাবনাময় একটি বাজার। আমরা আশা করব, সরকার যেনো এ ধরনের আরও উদ্যোগ নেয়।

বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

এছাড়া এ মেলা আয়োজনের মাধ্যমে আয়োজকদের অনেক মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। এই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে বিদেশে মেলা আয়োজনের ক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা রাখবে।

মেলার ভেন্যু নির্বাচনের ক্ষেত্রে আয়োজকদের আরও সতর্ক হতে হবে। ভালো হয় যদি মেলা শুরু হওয়ার অন্তত ৩-৪ মাস আগে মেলার ভেন্যু নির্বাচন করে রাখা হয়।

মেলার প্রচার খুবই জরুরি। মেলা শুরু হওয়ার অন্তত ৬ মাস আগে থেকে মেলার জন্য প্রচারণা শুরু করলে খুবই ভালো হয়। এতে করে স্পন্সর পেতে সমস্যা হবে না।

মেলায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যবসায়ীদের ৬ মাস আগে থেকে তাদের ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে। ফলে ভিসা প্রক্রিয়াকরণে কোনো জটিলতা সৃষ্টি হবে না।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিচিত করার কাজে নিয়োজিত থাকবে।

অদূর ভবিষ্যতে নিউইয়র্কে ই-বাণিজ্য মেলার আয়োজন করা হবে। নিউইয়র্কে অনেক প্রবাসী বাংলাদেশীর বসবাস। এরপর কলকাতা এবং মধ্যপ্রাচ্যেও মেলা অনুষ্ঠিত হবে

ফিডব্যাক : jagat@comjagat.com